বাংলাদেশ কৃষি আবহাওয়া তথ্য সেবা (বামিস) ইউনিট
সরেজমিন উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

শৈত্য প্রবাহের জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

প্রকাশের তারিখ: *০৫/০১/২০২৫*

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (বিএমডি) এর তথ্য অনুসারে, আগামী ০৯ থেকে ১২ জানুয়ারি ২০২৫ সারাদেশের উপর দিয়ে শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ সাপেক্ষে শৈত্য প্রবাহের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দন্ডায়মান ফসল রক্ষার জন্য নিম্নলিখিত জরুরি পরামর্শসমূহ প্রদান করা হলো:

- শৈত্য প্রবাহের সময় দিনের বেলায় সূর্যের আলো দেখা না গেলে বোরো ধানের চারাগাছ বাঁশের মাচা করে স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে দিনে ও রাতে ঢেকে রাখুন। তবে দিনের বেলায় কিছু সময়ের জন্য সূর্যালোকের উপস্থিতি বিরাজমান থাকলে শুধুমাত্র দিনের বেলায় ঢেকে দিতে হবে। এছাড়াও প্রতিদিন সকালে বীজতলার পানি নিষ্কাশন করে গভীর ও অগভীর নলকূপের পানি দিয়ে বীজতলা এমনভাবে ডুবিয়ে রাখতে হবে যাতে চারাগাছ পুরোপুরি ডুবে না যায়।
- বোরো ধানের চারা রোপণের সময় শৈত্য প্রবাহ চলতে থাকলে চারা রোপণ কয়েকদিন দেরীতে অর্থাৎ শৈত্য প্রবাহ শেষে চারা রোপণ করতে হবে।
- চারা রোপণের পর শৈত্য প্রবাহ শুরু হলে জমিতে ২-৩ সে.মি. পানি ধরে রাখতে হবে।
- বীজতলায় চারার ব্লাইট (সিডলিং ব্লাইট) রোগ দেখা দিলে ছত্রাকনাশক যেমন- এজোক্সিস্ট্রোবিন বা পাইরোক্লোস্ট্রোবিন অথবা এজোক্সিস্ট্রোবিন + ডাইফেকোনাজল (এমিস্টার টপ ৩২৫ এসসি বা সেল্টিমা) ২-৩ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে চারা গাছে ও বীজতলায় ভালোভাবে স্প্রে করে দিতে হবে। এছাড়াও চারার পাতায় পাতা ব্লাস্ট (লীফ ব্লাস্ট) রোগ হলে ট্রুপার স্প্রে করতে হবে।
- বীজতলায় চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতাংশ বীজতলায় ২৮০ গ্রাম হারে ইউরিয়া ছিটিয়ে দিতে হবে, চারার পাতা সবুজ না হলে ৪০০ গ্রাম হারে জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়াও ম্যাগভিট বা সলভিট স্প্রে করা যেতে পারে।
- শৈত্য প্রবাহের পর চারাকে শক্তিশালী করার জন্য ম্যাজিক সলিউশন (৬০ গ্রাম এমওপি, ৬০ গ্রাম থিওভিট এবং ২০ গ্রাম জিংক সালফেট) ১০ লিটার পানিতে ভালোভাবে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে সমভাবে ৭ দিন ব্যবধানে দুইবার স্প্রে করতে হবে।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে আলুর নাবী ধ্বসা রোগের আক্রমণ হতে পারে। প্রতিরোধের জন্য অনুমোদিত মাত্রায় ম্যানকোজেব গোত্রের ছত্রাকনাশক ৭-১০ দিন পর পর স্প্রে করুন।
- সরিষায় অলটারনারিয়া ব্লাইট রোগ দেখা দিতে পারে। রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে অনুমোদিত মাত্রায় ইপ্রোডিয়ন গোত্রের ছত্রাকনাশক ১০-১২ দিন পর পর ৩ থেকে ৪ বার স্প্রে করুন।
- ঠান্ডাজনিত ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য ফল গাছে নিয়মিত হালকা সেচ প্রদান করুন। কচি ফল গাছ ঠান্ডা হাওয়া থেকে রক্ষার জন্য খড়/পলিথিন শীট দিয়ে ঢেকে দিন।
- গবাদি পশু ও হাঁসমুরগীর ঘর চট/কালো কাপড় দিয়ে ঘিরে দিন এবং হাই ভোল্টেজ বাল্ব জ্বালিয়ে রাখুন।

ড. মোঃ শাহ কামাল খান
প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক
কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প
যোগাযোগ নম্বর:০১৭১২ ১৮৪২৭৪